অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ ১৭ জুন ২০১০ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্যঃ ১০ টকা

email: jatiyabarta.jumma@gmail.com

সপ্তয়াল জবাব

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে টালবাহানা করছে সরকার, প্রয়োজনে এ চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা হবে। অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামবে পাহাড়িরা। সহ্যের বাধ ভাঙছে, সরকার হলে আবারও অস্ত্র হাতে তুলে নিবো। - ৮ মে বান্দরবানের থানচির বলিপাড়ায় আয়োজিত সমাবেশে সন্তু লারমা (সুপ্রভাত বাংলাদেশ, ৯ মে ২০১০)।

- খালি কলসি বাজে বেশী। অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া ও আন্দোলনের নামার কথা তো দশ বছর ধরে বলে আসছেন। সরকারের সুবিধা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন! ভাওতাবাজি আর কাকে বলে!!

কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালনে বাধাঃ

রাঙামাটিতে অবরোধ চলাকালে হামলাঃ আহত ১৮

জাতীয় বার্তা রিপোর্টঃ

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডাকা শান্তিপূর্ণ সড়ক ও নৌ পথ অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে রাঙামাটির মানিকছড়িতে সেটলাররা হামলা চালালে ফেডারেশনের সহসভাপতি নিরুপা চাকমা ও চার সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ১৮ জন আহত হয়েছেন।

গুরুতর আহত অবস্থায় বাংলাভিশন, দৈনিক ভোরের কাগজ ও দৈনিক পিরিদর্পণের প্রতিনিধি নন্দন দেবনাথ, দিগন্ত টিভি, দৈনিক আমার দেশ ও দৈনিক রাঙ্গামাটি পত্রিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ সোলায়মান ও এটিএন বাংলার রাঙ্গামাটির ক্যামেরাম্যান ও দৈনিক গিরিদর্পণ পত্রিকার স্টাফ মিলটন বাহাদুরকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মানিকছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কর্মিদের অবস্থান ধর্মঘট। হামলার আগ মুহূর্তে।

এছাড়া মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কর্মি সমীর চাকমাকে (২২) চট্টগ্রামের চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। তার বাড়ি বিলাইছড়ির হাজাছড়া গ্রামে।

সকালে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা কর্মিরা মানিকছড়িতে অবস্থান নেয়। সকাল ১১:৩০টায় সাপছড়ি ইউনিয়ন যুব দলের সভাপতি জুপির আহমেদ (পিতার নাম মৃত মাসুম মাঝি) ও তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলনের স্থানীয় নেতা আবু বক্কর সিদ্দিক (পিতার নাম রফিক উদ্দীন সওদাগর) এর নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন সেটলার অবরোধকারীদের ওপর দা ও লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ ও সেনাবাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তারা হামলাকারীদের কোন রূপ বাধা দেয়নি।

হামলার মুখে অবরোধকারীরা রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সংযোগ সড়কের কুদুকছড়ির দিকে প্রায় এক কিলোমিটার সরে আসলে হামলাকারী সেটলাররা তাদের ধাওয়া করে। এ সময়ও পুলিশ তাদের সহায়তা করে।

হামলার ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকরাও হামলার শিকার হন। সেটলাররা নন্দন দেবনাথের ল্যাপটপ ও মোবাইল ভেঙে দেয়। "আহত সাংবাদিকরা জানান, সমঅধিকার নামধারী সংগঠনের নেতা সাপছড়ি যুব দলের সভাপতি জুপির আহমেদসহ আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে বাঙালিরা হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সাংবাদিকরা ৭ম পাতায় দেখুন

রাঙ্গামাটিতে সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে কাউখালীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটির মানিকছড়ি এলাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় কাউখালী প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যা সারে সাতটায় কাউখালী প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক জসিম উদ্দিন,আরিফুল হক মাহবুব,জিয়াউর রহমান ও ওমর ফারুক প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন কোন প্রকার অজুহাত ছাড়াই ৭ম পাতায় দেখুন

বান্দরবানে বনবিভাগ কর্তৃক পাহাড়ি জমি বেদখল, বাগান ধ্বংস

জাতীয় বার্তা রিপোর্টঃ বন বিভাগ বান্দরবানের আলিকদমে মারমা ও ম্রো জাতির মালিকানাধীন আনুমানিক ২২ একর জমির ওপর গড়ে তোলা ফলের বাগান ধ্বংস করে দিয়েছে। গত ১, ২ ও ৩ মে আলিকদম উপজেলার চৌকিয়াং ইউনিয়নের (১নং ওয়ার্ড) অধীন শিলবনিয়া পাড়ায় এই ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। বন বিভাগের তৈন রেঞ্জের কর্মকর্তা আবুল হাসেম এতে নেতৃত্ব দেয়। মোট ১১টি পরিবারের বাগান তারা সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়া হয়। গত কয়েক বছর ধরে তারা এই বাগান গড়ে তুলেছিলেন। এতে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে।

এক হিসাব মতে, নুসা মং মারমার ২ হাজার কলা গাছ, ৫ হাজার পেঁপে, দেড় হাজার কাঁঠাল ও ১ হাজার আম গাছ ধ্বংস হয়েছে। এছাড়া মংসা থোয়াই মারমার ৩৫০টি কলা গাছ ও ৫০০টি পেঁপে গাছ, মংচিনু মারমার ১ হাজার কলা গাছ ও ১০০টি আম গাছ, চিং ম্রো মারমার ৬ হাজার কলা গাছ, ১ হাজার আম গাছ ও ২ হাজার কাঁঠাল গাছঃ ক্রো থোয়াইচিং মারমার ৮ হাজার কলা গাছ ও ১ হাজার আম গাছঃ মং ম্রা মারমার ৩ হাজার কলা গাছ ও ৫০০ আম গাছঃ কিলো অং মারমার ৫০০ আম গাছ ও ৩০০ কলা গাছঃ চাইলাসা মারমার ১ হাজার কলা গাছ, ৩০০ আম গাছ ও ১ হাজার কাঁঠাল গাছঃ রারিও ম্রো'র ৫ হাজার কলা গাছ, ২য় পাতায় দেখুন

মগবানে সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপিত

জাতীয় বার্তা রিপোর্টঃ রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে গবঘোনা সেনা ক্যাম্পটি পুনরায় চালু করা হয়েছে। গত ৬ জুন সেনা সদস্যরা ওই ক্যাম্পে গিয়ে উঠেছে।

গত বছর সরকার চুক্তির আওতায় ৩৫টি ক্যাম্প ও একটি ব্রিগেড তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে গবঘোনা ক্যাম্পটিও তুলে নেয়া হয়। তবে ক্যাম্প থেকে সেনা সদস্যদের সরিয়ে নেয়ার পর সেখানে আনসার নিয়োজিত করা হয়।

নতুন করে ক্যাম্পটি চালু হওয়ায় চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে বড় ধরনের সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যেখানে চুক্তি মোতাবেক বাকি ক্যাম্পগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে নেয়ার কথা, সেখানে নতুন করে ক্যাম্প চালু সরকারের ভিন্ন উদ্দেশ্যই প্রকাশ পায়, বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা

॥ ন্যু চিং মারমা ॥

বর্তমান সরকারের আমলে পুনর্গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন যেভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে তাতে সঙ্গত কারণে জনমনে গুরুতর সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন ভূমি কমিশনের সামনে আজ এক বিরাট প্রশ্ন বোধক চিহ্ন। প্রশ্ন সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়েও। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন এবং যে আইন বলে এই কমিশনের সৃষ্টি সেই আইনও আওয়ামী লীগ সরকারেরই গর্ভজাত। এ কারণে কমিশনের সকল কার্যক্রম মূলতঃ সরকারের কার্যক্রম বলেই বিবেচিত হবে।

১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণীত হয়। এই আইনে মোট ২০টি ধারা রয়েছে। ৩ ধারা মোতাবেক কমিশনের সদস্য হবেন সরকার মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিনার বা তার মনোনীত একজন অতিরিক্তি বিভাগীয় কমিশনার। ৬ নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছেঃ "(১) কমিশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা (ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা; (খ)

যেভাবে ভূমি কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে ও যেভাবে খাদেমুল ইসলামের ভূমি কমিশন কাজ করছে তাতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়া ও জমি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

আবেদনে উল্লেখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং দখল পুনর্বহাল; (গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বহির্ভূতভাবে কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং উক্ত বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল (দখলচ্যুত?) হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল।"

'প্রচলিত আইন' এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে কমিশন আইনের ২(ছ) ধারায় এইভাবেঃ "প্রচলিত আইন" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে সমস্ত আইন, ঐতিহ্য, বিধি, প্রজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেইগুলিকে বুঝাইবে। ৭ ধারা মোতাবেক চেয়ারম্যানের নির্দেশে সচিব কমিশনের বৈঠকের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও অপর দুই সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। এই ধারার ৫ উপধারায় বলা হয়েছেঃ "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে **চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।**" (হাইলাইট লেখকের)।

সর্বময় ক্ষমতা কমিশনের চেয়ারম্যানের

আইনটি পাঠে কেবল আইনভিজ্ঞ ব্যক্তি নয় যে কোন পাঠকের এই বোধোদয় না হয়ে পারে না যে, ভূমি কমিশন আইনটি আগাগোড়াই অগণতান্ত্রিক। কমিশনের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের হাতে এককভাবে দেয়া হয়েছে। অন্য সদস্যদের মতামত দেয়া ও বৈঠকে উপস্থিত থাকা ছাড়া আর কোন ভূমিকা ও ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কমিশনের চেয়ারম্যানের ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

বান্দরবানে বনবিভাগ কর্তৃক

১ম পাতার পর

৩ হাজার পেঁপে গাছ ৫০০ আম গাছ ও ৫০০ কাঁঠাল গাছ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। চিং ম্রো মং মায়মা নামে অন্য এক ব্যক্তির বাগানও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে; তবে ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

১মে সকাল পৌনে বারটা থেকে বন বিভাগের নিয়োজিত শ্রমিকরা এই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। তৈন রেঞ্জ কর্মকর্তা আবুল হাসেম জানান, তার আগের কর্মকর্তা একেএম শামসুল ইসলাম চৌধুরী উক্ত জমিতে আগর চারা লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

বন বিভাগ কর্তৃক এভাবে নিরীহ মানুষের বহু বছরের পরিশ্রমে সৃজন করা বাগান ধ্বংসে করা কেবল বেআইনী নয়, চরম অমানবিকও। এটা কোনভাবে মেনে নেয়া যায় না। বন বিভাগের এই নির্দয় আচরণ পাহাড়িদেরকে অর্থনৈতিকভাবে একেবারে পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্য থেকেই করা হয়েছে। যে কোন সচেতন ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি এই অমানবিকতার নিন্দা না জানিয়ে পারে না। বন বিভাগের উচিত হবে গরীব পাহাড়িদের বাগান ধ্বংসের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া।

বস্তুত: আলিকদমসহ বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়িদেরকে তাদের জমি থেকে ছলে বলে কৌশলে নিরন্তর উৎখাত করা হচ্ছে। এই জমি প্রধানত তাদের জুম চাষের জমি। বহু এলাকায় জীবিকার বিকল্প উপায় না দিয়ে ব্যাপক এলাকায় জুম চাষ বন্ধ করতে

বান্দরবানের আলীকদমে বনবিভাগ কর্তৃক ধ্বংস করা পাহাড়িদের বাগান।

বাধা দেয়া হয়। ম্রোদের জুম চাষের জমি কেড়ে নিয়ে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে কোন পাহাড়িকে যেতে দেয়া হয় না। প্রত্যেকটি সরকার এভাবে পাহাড়ি জাতিগুলোর অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেয়ার নীল নকসা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

এই অবস্থায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অথচ বান্দরবানে এই সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনে আওয়ামী লীগ টিকেট দিয়ে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা এ ব্যাপারে একেবারে নীরব। তারা আজ পর্যন্ত এক বারের জন্যও পাহাড়িদের পক্ষে সংসদে কিংবা সংসদের বাইরে কথা বলেননি। সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামের হামলারও নিন্দা জানাননি। তারা সরকারের দাসানুদাস, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি নন। কাজেই নিজেদের ভূমি অধিকার ও জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জনগণকেই সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প জনগণের সামনে খোলা নেই।

রামগড়ে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা অব্যাহত

রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নে ন-ভাঙা মৌজায় পাহাড়িদের আনুমানিক ১৫ একর জমি গত ২৪ মে থেকে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা চলছে।

গত ৭ জুন থলিবাড়ি এলাকার কাশেম ও বেলালের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন সেটলার বাটনাতলী ইউনিয়নের পিলাভাঙা গ্রামে তিন জন পাহাড়ির দখলীয় আনুমানিক ১৫ একর জমি জোরপূর্বক দখলে নেয়ার উদ্দেশ্যে সকাল থেকে জঙ্গল সাফ করতে থাকে। দুপুর ১টার দিকে জমির মালিক প্রভাত চাকমার ছেলে যুব লাল চাকমা (৩১), বৃদ্ধ ধন চাকমার ছেলে রিপন চাকমা (১৮) ও সিংহ চাকমার ছেলে নিলংধন চাকমা (৪৫) বাধা দিতে গেলে বেদখলকারীরা তাদের ওপর চড়াও হয়। এতে নিলংধন চাকমা আহত হন। এরপর ১০/১৫ জন পাহাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে বেদখলে পুনরায় বাধা দিতে গেলে সেটলাররা দা-লাঠি বাঁধানোর চেষ্টা চালায়। পরে বাধার মুখে ও জনৈক বাঙালি মুরুব্বীর হস্তক্ষেপে সেটলাররা সরে যায়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভূমির মালিক পাহাড়িরা বহু বছর ধরে ঐ জমি ভোগ দখল করে আসছেন। সেখানে এক সময় তাদের বসতবাড়ি ছিল এবং তাদের লাগানো আম কাঁঠালের গাছ এখনও রয়েছে।

আর্মিরা বেদখল চেষ্টায় বাঙালিদের সহায়তা দিচ্ছে। গত ১৪ জুন ন-ভাঙা মৌজার হেডম্যান ধন কুমার চাকমা ও পিলাভাঙা গ্রামের কার্বারী প্রদীপ কুমার চাকমার কাছে গুইমারা আর্মি ক্যাম্পের জনৈক মেজর-এর একটি চিঠি পৌঁছে দেয়া হয়। চিঠিতে কোন তারিখ উল্লেখ নেই। তবে তাদের দু'জনকে ক্যাম্পে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ রয়েছে। তারা জানান, আর্মিরা পাহাড়ি মালিকদের উক্ত জমি পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইছে। এ জন্য তাদেরকে ওপর চাপ দিতে ক্যাম্পে ডাকা হয়েছে।

রাঙ্গামাটিতে তিন ব্যক্তি অপহৃত

গত ৮ জুন রাঙ্গামাটি শহরের বনরুপার একটা হোটেল থেকে থেকে রাজস্থলীর গাইন্দ্যা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নিউগিং মারমা ও থুইক্য মারমা নামে অপর এক ব্যক্তিকে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সদস্যরা মারধরের পর অপহরণ করে। দুপুর পৌনে তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

অপহরণের কারণ জানা যায়নি। তবে ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক শান্তি দেব চাকমা সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, "পরিস্থিতি ঘোলাটে করে আগামী ১২ জুন রাঙ্গামাটি শহরে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কল্পনা অপহরণ দিবসের কর্মসূচী বানচাল দেয়ার উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে তাদের অপহরণ করা হয়েছে।"

তিনি অবিলম্বে অপহৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন ও সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদপে নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

অন্য এক ব্যক্তি অপহৃত

সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা গত ৬ জুন জুরাছড়িতে অন্নো চাকমা (৩৫) নামে অপর এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে। তার বাবার নাম অনিল বরণ চাকমা। তাকে তার নিজ বাড়ি ২ নং বনযোগী ছড়া ইউনিয়নের বেগাবেক্যা গ্রাম থেকে রাত দশটায় অপহরণ করা হয়।

অন্নো চাকমা জেএসএস সন্তু গ্রুপের জন্য মাঝে মধ্যে চাঁদা উত্তোলনে সাহায্য করতো। ধারণা করা হয় উত্তোলিত চাঁদার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে তাকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণের কয়েক দিন আগে তাকে সন্তু গ্রুপের স্থানীয় কমান্ডারের সাথে দেখা করতে বলা হয়। কিন্তু সে উক্ত নির্দেশ অমান্য করলে তাকে অস্ত্রের মুখে ঐদিন অপহরণ করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেয় হুদয় কুমার চাকমা।

বিলাইছড়িতে যুব ফোরাম নেতা আটক

পুলিশ বিলাইছড়ি বাজার থেকে ১৩ জুন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম রাজস্থলী শাখার আহ্বায়ক অনন্ত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যাকে (৩৮) আটক করেছে। তিনি সাংগঠনিক কাজে বিলাইছড়ি গিয়েছিলেন। তার বাড়ি রাজস্থলীর ডাক্তার পাড়া।

সাজেকে ত্রাণ দিতে যাওয়া পাহাড়িরা সেনা হয়রানির শিকার

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: রাঙামাটির আনন্দ বিহার পরিচালনা কমিটির নেতারা সাজেকে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ত্রাণ দিতে গিয়ে সেনা হয়রানির শিকার হয়েছেন।

কমিটির সূত্রে জানা যায়, গত ১৪ মে তারা রূপালী ব্যাংকের চট্টগ্রাম শাখার প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার সরোজ কান্তি বীসার নেতৃত্বে সাজেকে ত্রাণ দিতে যান। তাদেরকে সাড়ে এগারটায় বাঘাইহাটে ইসিবি ক্যাম্পে আটকানো হয়। তারা রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে গেছেন বলে জানালে সেনারা তাদের বলে যে "জেলা প্রশাসকের নয়,রাঙামাটি ব্রিগেড কমান্ডারের অনুমতি লাগবে।" ক্যাম্পের সেনারা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের কাছাকাছি পৌঁছলেও ফিরে আসার পথ ধরতে বাধ্য হন।

ফেরার পথে তাদেরকে আবার দিঘীনালা সেনানিবাসে আটকানো হয় এবং কেন তারা ত্রাণ বিতরণ না করে ফিরে আসছেন তা জিজ্ঞেস করা হয়। তারা ইসিবি ক্যাম্পে যা ঘটেছে তা বর্ণনা করলে জনৈক সেনা অফিসার তাদের বলেন যে তারা ত্রাণ দিতে পারবেন, কোন অসুবিধা হবে না। কারণ তারা উপর মহলে যোগাযোগ করেছেন।

এরপর তারা আবার সাজেক গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন। তবে ফিরে আসার সময় বাঘাইহাট জোনের কাছে গঙ্গারামে বাঙালি সেটলাররা তাদের গতি রোধ করে। সেটলাররা তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ও গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেয়। সেটলাররা তাদের বলে: "আমাদের হাতও আছে, দা'ও আছে। মনে কর না যে বৌদ্ধ মন্দির থেকে এসেছ বলে তোমাদেরকে রেহাই দেবো।" ধারণা করা হয় আর্মিদের উস্কানিতে তারা এভাবে হুমকি দিয়েছে। সেখানে কমিটির সদস্যদেরকে অনেকক্ষণ আটকিয়ে রাখা হয়। পরে সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের উর্ধ্বতন লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার হলে গাড়ির চাবি ফিরিয়ে দেয়া হয়।

ত্রাণ বিতরণ টিমের সাথে আরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা নিরুপা দেওয়ান, ডিও অঞ্জলিকা বীসা, এলজিইডি ইঞ্জিনিয়ার প্রমোদেন্দু চাকমা, স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত দেব প্রিয় চাকমা প্রমুখ।

সাজেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী আটক

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: সাজেক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ইউএসএ-এর ত্রাণসামগ্রী সেনাবাহিনী আটক করেছে।

সূত্র জানায়, গত ৯ জুন ব্যাপ্টিস্ট চার্চ-USA এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ ধন চাকমার নেতৃত্বে একদল ত্রাণকর্মি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে সকাল সাড়ে ১১টায় বাঘাইহাট পৌঁছলে তাদেরকে স্থানীয় সেনা জোনে আটকানো হয় এবং বাঘাইহাট বাজারে ত্রাণ বিতরণ করতে তাদের ওপর চাপ দেয়া হয়। সেনা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জানায় যে বাঘাইহাট বাজার ছাড়া অন্য কোথাও ত্রাণ বিতরণ করা যাবে না, যদিও ইতিপূর্বে সকল সময় গঙ্গারাম দোরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হতো। পরে সেনা কর্তৃপ ত্রাণসামগ্রীগুলো আটক করে দীর্ঘ ধন চাকমা ও তার সঙ্গীদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও সাজেক নারী সমাজের আহ্বায়ক অল্পিকা চাকমা প্রৈদি এক বিবৃতিতে বাঘাইহাট জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ইউএসএ-এর ত্রাণ সামগ্রী আটকানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারের জন্য ১ বান্ডিল টেউটিন, ২৫ কেজি চাল, নগদ ৭০০ টাকা এবং লবণ, তেল, ডাল ইত্যাদি। মোট ৪০৭টি পাহাড়ি ও ৭৮টি বাঙালি পরিবারের মধ্যে উক্ত ত্রাণ বিতরণের কথা ছিল।

ত্রাণকর্মিদের মধ্যে আরো ছিলেন আশা প্রিয় চাকমা, প্রবীর ত্রিপুরা, সুশীল ত্রিপুরা, তুষার বিশ্বাস, লিটন বালা, রাজীব ও খুশী ত্রিপুরা।

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, হামলার মাধ্যমে সাজেকে বসবাসরত পাহাড়িদেরকে উৎখাতে ব্যর্থ হওয়ার পর বর্তমানে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠিটি তাদেরকে ভাতে মারার আয়োজন করছে। ইতিপূর্বে তারা বাঘাইহাট এলাকায় ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, ইউএনডিপিসহ সকল এনজিও-র উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করে আটককৃত ত্রাণসামগ্রীগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে তুলে দেয়ার দাবি জানান।

সেনাবাহিনীর দেয়া মানহানি মামলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রীদের জামিন লাভ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাটিরাঙ্গায় ৩ আর্টিলারী জোনের দায়ের করা মানহানি মামলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কণিকা ও দেওয়ান ও দপ্তর সম্পাদক চন্দনী চাকমার জামিন আবেদন আদালত মঞ্জুর করেছে। তবে আদালত আগামী ২৭ জুন পুনরায় স্বশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

খাগড়াছড়ির জজ আদালতের বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল মামুন গত ২ জুন এই জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। উল্লেখ্য, গত ২১ মে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী সোনালী চাকমা, সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ও দপ্তর সম্পাদক চন্দনী চাকমাকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য আদালত সমন জারী করেন। গত ৯ মার্চ মাটিরাঙ্গায় সেনা সদস্য কর্তৃক যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে এই অভিযোগে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দেয়া একটি বিবৃতিকে ভিত্তি করে সেনাবাহিনী আদালতে বিশ লক্ষ টাকার মানহানি মামলা দায়ের করলে উক্ত সমন জারি করা হয়। দায়েরকৃত মামলা নং নন-জিআর ১২৯/২০১০।

সভানেত্রী সোনালী চাকমা সন্তান প্রসব-জনিত শারীরিক সমস্যার কারণে আদালতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বিজ্ঞ আদালত তাকেও আগামী ২৭ তারিখ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযুক্ত এইচডব্লিউএফ নেত্রীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জ্ঞান চাকমা ও এডভোকেট শক্তিমান চাকমা।

বর্মাছড়ি এলাকার জীবন চিত্র

মানুষের জীবনযাত্রা বড়ই বৈচিত্র্যময়। এলাকা ভেদে জনসাধারণের জীবন যাত্রা ও জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। লক্ষীছড়ি থানার বর্মাছড়ি এলাকার মানুষজনের জীবন সংগ্রাম মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা। এই এলাকার জীবিকা ষোল আনা গাছ বাঁশের উপর নির্ভরশীল। এখানকার বাঁশের চালির গঠন, গাছের দাম ও বেচাকেনার ধরণ অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। গাছ বাঁশের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বর্মাছড়ি এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার ওপর সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেছেন **এ. পি. চাকমা**।

নারী পুরুষ ভেদ নেই। জীবন সংগ্রামে এভাবে নারীদেরকেও কঠিন কাজে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

"ন-ভাঙা থুমের" পাহাড় চূড়ায় জড়ো করা গাছ বাঁশ। এখান থেকে এগুলো প্রায় ৩০ ফুট খাড়া পাহাড়ে গড়িয়ে দেয়া হবে। তা থেকে আরো প্রায় ২ মাইল বহন করে নিয়ে খালের পানিতে বানানো হবে বাঁশের চালি।

কলাবুন্যা এলাকায় সন্তা খালে নির্মাণ করা হচ্ছে বাঁশের চালি। এর ওপর বড় গাছের লগ আর উৎপাদিত পণ্য বোঝাই করে নেয়া হবে বর্মাছড়ি বাজারে।

বাঁশের চালিতে গাছ তোলার দৃশ্য। কাপ্তাই লেক-এ যেমন পণ্য বহন করতে ব্যবহার করা হয় কাষ্ট্রি বোট বা নৌকা, তেমনি সন্তা খালে ব্যবহৃত হয় এই বাঁশের চালি।

পণ্যবাহী বাঁশের চালি টানতে নারী পুরুষ সকলের সমান হাড়-ভাঙা খাটুনি।

বাঁশের চালি বর্মাছড়ি বাজারে নিয়ে আসার পর ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে তারা ভিড় জমান পলিথিনের ছাউনি দেয়া 'হোটেলগুলোতে'।

গাছ বাঁশ বেচাকেনার ভরপুর মুহূর্ত। খালের পাড় থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের পছন্দসই মালামাল দেখছেন। আর বিক্রেতারা অবস্থান নিয়ে আছেন যার যার চালিতে।

বেচাকেনা শেষে বাজার থেকে সওদা নিয়ে বাড়ি ফেরা।

দরদাম ঠিক না হওয়ায় এক সপ্তাহ ধরে এভাবে অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাঁশ চালির দীর্ঘ সারি।

বর্মাছড়ি বাজার, পাহাড়ের ওপর থেকে তোলা।

সম্পাদকীয়

১ম বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ ১৭ জুন ২০১০

বাজেট, নিমতলী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

'দশ টাকায় চাল খাওয়ানোর' প্রতিশ্রুতিদানকারী আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন অবস্থায় ১০ জুন দ্বিতীয় বারের মত বাজেট পেশ করল। বাজেট পেশ অনুষ্ঠান সাধারণতঃ রেডিও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রসারিত হয়ে থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বাজেট পেশ নিয়ে উৎসাহ আগ্রহ দেখা যায় নি। আগে যে রকম দোকানে-জন সমাগম স্থলে রেডিও-টিভি খুলে বাজেট পেশ অনুষ্ঠান শুনতে দেখা যেত এবার সে রকম দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে নি। তবে, বরাবরের মত এবারও আগে থেকেই প্রস্তুত ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিএনপি বাজেট প্রত্যাখ্যান করে ও আওয়ামী লীগভুক্ত সংগঠন-গোষ্ঠীসমূহ স্বাগত জানাতে মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামতে ভুল করে নি। টিভি চ্যানেলে বিশেষতঃ সরকারি মালিকানাধীন বিটিভিতে বাজেটের গুণকীর্তন করে উচ্ছ্বসিত সাক্ষাতকার দিয়েছে আওয়ামী ঘরনার লোকজন। এদের কর্মকাণ্ড ওষ্ঠাগতপ্রাণ মানুষের নিরানন্দ মুহূর্তে তামাশা ও হাসির খোরাক যুগিয়েছে, তাতে আর কিছু না হোক ক্ষণিকের জন্য দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ জীবন যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারবে। তবে, এ দু'দল ও গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনের বাইরেও দেশে আরও গণতান্ত্রিক দল ও জোট আছে। আর আছে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানও। বাজেট পর্যালোচনা করে গণতান্ত্রিক দল ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজেটের দুর্বল দিক তুলে ধরেছে, যা যে কোন সচেতন নাগরিককে ভাবিয়ে তুলতে বাধ্য।

এত গুরুত্বপূর্ণ বাজেট পেশ অনুষ্ঠান বিষয়ে মানুষের এই নিস্পৃহ ও নির্বিকার মনোভাব কিন্তু বাজেট নিয়ে অনাগ্রহ নয়। ক্ষমতাসীনরা দেশের বাজেটকে পুরোপুরি ক্ষমতাধর-অর্থ বিত্তশালী লুটেরা গোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যাপারে পরিণত করে ফেলেছে, বাজেট বিষয়ে নিরাসক্তি হচ্ছে তারই প্রতিক্রিয়া। এ বাজেট যে সাধারণ মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে না, নিত্য প্রয়োজনী চাল-ডাল-তেল কিনতে স্বল্প আয়ের লোকদের নাভিশ্বাস উঠবে, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিএনপি-জামাতের চার দলীয় কিংবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় মহাজোট সরকারের মধ্যে আসলে মৌলিক কোন তারতম্য নেই তা বাজেট দেখেই সাধারণ মানুষ বুঝে নিয়েছে। এ দিক থেকে প্রান্তিক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অবস্থা আরও করুণ। 'পার্বত্য চুক্তির' সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকলেও, সরকারের কাজকর্মে তার প্রতিফলন ঘটছে না। বাজেটে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে অস্পষ্ট কথাবার্তার অবতারণা করে আবারও ধোঁকা দেয়া হয়েছে। তাতে পাহাড়ি জনগণ আবারও ক্ষুব্ধ হবেন সন্দেহ নেই। সমতলের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও অনগ্রসর পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের বেলায়ও সরকারের নীতি-পদক্ষেপ আশাব্যঞ্জক নয়।

বাজেট ঘোষিত হয়েছে এমনি সময়ে যখন দেশে বিদ্যুত-গ্যাসের সংকট তীব্র, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, প্রশাসনে দলীয়করণ ও দুর্নীতি, র‍্যাব-এর দৌরাত্ম্য-অবাধে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড– এসবের ফলে জনজীবনে তীব্র দুর্ভোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এ পরিস্থিতিতে বাজেট জনজীবনে স্বস্তি না এনে উল্টো মানুষকে আরও দুর্ভাবনায় ফেলে দেবে। এমনিতেই সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা মানুষকে যারপরনাই আতঙ্কগ্রস্ত ও ভাবিয়ে তুলেছে। রাজধানীর বেগুনবাড়িতে বহুতল ভবন বস্তিতে হেলে পড়ে ১৮ জনের মৃত্যু, রাজধানীর বহুতল ভবনসমূহ কত ভঙ্গুর ও অনিরাপদ তাই জীবনের বিনিময়ে প্রকাশ পেল। ৩ জুন পুরাণ ঢাকার নিমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১৮ জনের মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনায় অনিয়ম আর দুর্নীতির আর এক লোমহর্ষক দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ আদৌ সতর্ক হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হবে কিনা বলা মুস্কিল। তবে, সরকার যেভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে সন্দেহ আরও ঘণীভূত হতে বাধ্য। ৫ জুন নিমতলী অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। শোকের রেশ না কাটতেই ৯ জুন অনেকটা ঘটা করে প্রধানমন্ত্রী নিজ উদ্যোগে গণভবনে নিমতলীর ক্ষতিগ্রস্ত স্বজনহারা রুণা-রত্না-আসমা এ তিন যুবতীর বিয়ে আয়োজন করেন এবং তিনি নিজে তিন জনের মা হন, যা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। যারা লঘুচিত্ত ও শুধু বাহ্যিক দিক বিচার করে থাকেন তারা এতে অভিভূত হলেও হতে পারেন, কিন্তু যারা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন তাদের দৃষ্টিতে এধরনের গুটিকয়েকের ওপর দয়া প্রদর্শন করে সমস্যার সমাধান হয় না। অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী কারণসমূহ দূর করার তড়িৎ পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত দু'তিন জনের মা হয়ে মমতাময়ী রূপ ধারণ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হবে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, সেনা পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত তথাকথিত শান্তিনিকেতন হোস্টেল (খাগড়াছড়ি বাস টার্মিনাল সংলগ্ন)। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিজেদের বর্বরতম হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ আড়াল করতে সেনা কর্তৃপক্ষ বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত ও দেশছাড়া হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু ছেলেকে ঐ তথাকথিত হোস্টেলে থাকার নামমাত্র বন্দোবস্ত করে দিত এবং বাইরের দুনিয়ায় জাহির করত "মানবতাবাদী রূপ"। অন্তরালে অব্যাহত থাকত দমন-পীড়ন, সাজেক তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

গণভবনে রাজকীয় মেলার আয়োজন করে প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষতিগ্রস্ত তরুণীর মমতাময়ী মা হতে পারলেও, দেশের আরও লাঞ্ছিত বহু নারীর কাছে তিনি তা হতে পারেন নি। বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত পাহাড়ি নারীদের কাছে প্রধানমন্ত্রী মাতৃস্থানীয় নন মোটেও, এখানে তিনি নিপীড়কের প্রশ্রয়দানকারী। না হলে অপহৃত তরুণী কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্ট চৌদ্দ বছরেও কেন আলোর মুখ দেখছে না? চিহ্নিত অপহরণকারীর বিচার হল না কেন? উল্টো তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপরাধীর বিচার চাইতে গিয়ে ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও সাজেক নারী সমাজের নেতা-কর্মীদের রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে সেনা-পুলিশের উপস্থিতিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাতে আক্রান্ত হতে হল। পেশাগত দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকরাও হলেন শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত। অপহরণকারী চক্রটি যে এখনও শক্তিশালী তা এবারও তারা প্রমাণ দিল। সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা মুখে যত কিছুই বলুক কল্পনা চাকমার অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌসের বিচার করতে না পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের পক্ষে ইতিবাচক কিছু করা সম্ভব নয়, এটাই হচ্ছে অবধারিত।

মানিকছড়ি হামলা: গণতান্ত্রিক অধিকার ও তথ্য প্রবাহের জন্য অশনি সংকেত!

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি সহিংস ঘটনার লোমহর্ষক দুঃসহ স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে না যেতেই চার মাসেরও কম সময়ে ১২ জুন আবার হামলা হল রাঙ্গামাটিতে। ঐ দিন হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও সাজেক নারী সমাজের শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা আর সাংবাদিকদের মারধর-গুরুতর জখম, ল্যাপটপ-ক্যামেরা ভাঙচুর-মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। পর পর এভাবে দু'বার খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে মিছিলে হামলা ও কর্তব্যরত সাংবাদিকদের মারধর মোটেও বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়।

হামলাকারীরা বর্তমান সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ ও এ দলভুক্ত সংগঠন সমূহের মিছিলে এবং কর্তব্যরত সাংবাদিকদের আক্রমণ করলেও, এ আক্রমণ শুধু যে ইউপিডিএফসহ এ দলভুক্ত সংগঠন আর পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। এর পরবর্তী লক্ষ্য হবে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও স্বাধীন মত প্রকাশে বিশ্বাসী লেখক-সাংবাদিকগণ।

খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অর্থাৎ প্রান্তিক অঞ্চলের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি খতম করে দেয়া যায়, বিনা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে হামলা করে আগ্রাসী শক্তি পার পেয়ে যায়, তাহলে এ অপশক্তি এরপর আঘাত হানবে গোটা দেশের জনগণের ওপর। নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে দেবে। খাগড়াছড়িতে সফল হামলা পরিচালনার পর টেস্ট কেইস হিসেবে রাঙ্গামাটিতে হামলা চালানো হয়েছে কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। সে কারণে রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে ১২ জুনের হামলাকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন দল, সংগঠন ও ব্যক্তিদের সোচ্চার হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ইউপিডিএফ ও এ দলভুক্ত সংগঠন সমূহের ওপর হামলা হয়েছে ধরে নিয়ে যদি ইউপিডিএফ রাজনীতির সাথে ভিন্নমত পোষণকারী সংগঠন ও ব্যক্তিগণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নেন, তাহলে তাতে প্রথম দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু আখেরে সর্বনাশ হবে গোটা দেশের জনগণের। বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সংবিধান স্বীকৃত অধিকার হারাবে সাধারণ নাগরিকগণ। গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠনসমূহ কার্যক্রম চালাতে পারবে না, ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা আর '৭৫ সালে বাকশাল কায়েমের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। রাইখস্টাগ বিল্ডিং-এ অগ্নিসংযোগ এবং তার অপরাধী সাব্যস্ত করে কমিউনিস্টদের ওপর হিটলারের দমন-পীড়ন, পরবর্তীতে গোটা জার্মানবাসীর জন্য কী ভয়াবহ পরিণাম বয়ে এনেছিল তা ইউরোপীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করা ছাত্ররা ভাল করেই জানেন।

হিংস্র নখ-দন্ত বের করে ক্ষমতাসীন সরকার যেভাবে ক্রমেই ফ্যাসীবাদী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। যার প্রাথমিক ধাক্কায় ইতিমধ্যে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ওয়ান ও আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী সরকারের সমালোচনাকারী অন্যান্য টিভি চ্যানেল ও পত্রিকাসমূহের ওপরও। জরুরি অবস্থার মত সরকারের দিক থেকে 'প্রেস এডভাইস'-এর নামে কার্যতঃ সংবাদ মাধ্যমের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হবে। তার আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ জাতীয় কিছু বিষয়ে সংবাদ কাটছাট করে প্রকাশ ও পরিবেশিত হবার মধ্য দিয়ে। সরকার এ সেন্সরশীপ গ্রহণযোগ্য করতে গালভরা নাম দিয়েছে "জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা"। গণরোষ থেকে নিজেদের বাঁচানোর ক্ষমতাসীনদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!

ফ্যাসীবাদী শক্তি টার্গেট করে প্রথমে আঘাত হানে প্রান্তিক অঞ্চল ও দুর্বল সংখ্যালঘু জনগণের ওপর। তাদের ওপর হামলা করে ক্ষমতা সহতে করতে সক্ষম হলে হামলে পড়ে দেশের মূল জনগোষ্ঠীর ওপর। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতলের অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠী, ভিন্ন ভাষা-জাতী জনগণের জাতিসত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের "উপজাতি" আখ্যায়িত করতে গোপন সার্কুলার জারি এবং নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে অধিকার খর্ব করে সরকার তাদের ওপর দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে– তা দেখে এ আশঙ্কা করা অমূলক নয় যে, দেশের সাধারণ জনগণের ওপরও আঘাত অত্যাসন্ন।

গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করা দরকার যে, চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ১২ জুন কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও চিহ্নিত অপহরণকারীর বিচারের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও সাজেক নারী সমাজ রাঙ্গামাটি সদরে সমাবেশ করার পূর্ব অনুমোদন নিয়েছিল এবং প্রশাসনের অনুমোদন সাপেক্ষে পৌরসভার হলরুম ভাড়াও করেছিল। জেলা প্রশাসক এক তরফাভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পূর্ব অনুমোদন বাতিল করে দেন, এ ষড়যন্ত্রের সাথে জনসংহতি সমিতির সন্ত্র গ্রুপ যুক্ত বলে প্রকাশ। সমাবেশের পূর্ব অনুমোদন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উছিলায় বাতিল করার প্রতিবাদে সংগঠন দু'টি ১১ জুন উপজেলা সদরে বিক্ষোভ ও ১২ জুন গোটা জেলায় (রাঙ্গামাটিতে) অর্ধ দিবস সড়ক-নৌ পথ অবরোধের ডাক দিয়েছিল।

খাগড়াছড়িতেও ১২ জুন যথারীতি হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও সাজেক নারী সমাজ একই দাবিতে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। দু'বার মিছিল ছত্র ভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। খাগড়াছড়িতে বর্তমানে সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রশাসন অঘোষিতভাবে জরুরি অবস্থা জারি রেখেছে। রাঙ্গামাটিতে এখনও সে ধরনের বিধি-নিষেধ নেই। কিন্তু সরকার-প্রশাসন-দালাল-কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসরদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ করে সরকার যাতে দালাল-লেজুড়দের নির্বিঘ্নে গদিতে থাকার আর সরকারি উচ্ছিষ্ট ভোগ করার পরিবেশ নিশ্চিত করে দেয় সে হীনউদ্দেশ্যে তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ১২ জুন রাঙ্গামাটিতে প্রশাসন কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সমাবেশের অনুমোদন বাতিল করা তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। সন্ত্র গ্রুপ আগেও বহুবার এ ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করেছে। '৯৯ সালে দীঘিনালার বাবুছড়া বাজারে সুরলতার শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে ইউপিডিএফ ২২ সেপ্টেম্বর চেঙ্গী স্কোয়ারে প্রতিবাদ সমাবেশ আহ্বান করলে, একইদিন একই সময় ও একই স্থানে সন্ত্র গ্রুপও সমাবেশ ডাকে। এই হচ্ছে তাদের প্রতিবাদের নমুনা! প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে পৌরসভায় ১৪৪ ধারা জারি করে। সন্ত্র গ্রুপ উক্ত ঘটনায় কোথাও কোন সমাবেশ করে নি। ইউপিডিএফ পৌরসভার বাইরে গিরিফুল ও মাইসছড়িতে প্রতিবাদ সভা করে। খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, বাঘাইছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় নানা ইস্যুতে একাধিক বার সন্ত্র গ্রুপ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেছে, যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার অবকাশ নেই।

কথায় বলে দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। ১২ জুন মানিকছড়ির ঘটনায়ও ব্যতিক্রম হল না। খাগড়াছড়িতে পুলিশ সরাসরি মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মানিকছড়িতে হামলা করে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠীকে

৫ম পাতায় দেখুন

হামলার তিনমাস পর সাতভাইয়া পাড়া বাসীরা কেমন আছেন ?

সরেজমিন প্রতিবেদন : মিরন, রীতা, চম্পা, স্বপ্না
[৩১ মে ২০১০]

২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলায় সাতভাইয়া পড়ায় যাদের ঘর পুড়ে গিয়েছে এবং যারা সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়েছেন তারা ঘটনার তিন মাস পর কেমন আছেন তা দেখতে সকালে যাবার কথা। কিন্তু বৃষ্টি আসাতে তা সম্ভব হয়নি। দুপুরের দিকে বৃষ্টির বেগ কিছুটা থামলে আমরা সাতভাইয়া পাড়ায় রওনা দিই।

প্রথমে যাই কৃষি গবেষণা স্কুলের শিক্ষক মি. নিহার বিন্দু চাকমার বাসায়। যেখানে ঘর পুড়ে গেছে সেখানে তারা পুড়ে যাওয়া টিন দিয়ে বুক সমান উঁচু করে একটি ঘর তুলেছেন। রান্নাবান্না করার জন্য এই বৃষ্টি বাদলের কারণে সেটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। চুলাও ভিজে গেছে। পুড়ে যাওয়া ঘরের পাশেই তারা তুলেছেন আরেকটি ঘর। সেটাও পুড়ে যাওয়া ঘরের টিন দিয়ে। সরকার ৪ বান্ডিল টিন দিয়েছে। সেগুলোও অস্থায়ী ঘর তুলতে ব্যবহার করেছেন। বেড়া টিনের, চালও টিনের। ঘরে ঢুকে দেখলাম ঢোকার ডান পাশে ছোট একটা জায়গায় মাটি দিয়ে তৈরী চুলা বসানো। সেখানে ভাত রান্না করা হচ্ছে। বাম পাশে বাঁশের একটি চৌকি বানানো হয়েছে। সেখানেই সবাই স্ত্রী, তিন সন্তান রাত হলে ঘুমায়। তার পাশেই ধানের বস্তা স্তূপাকারে রাখা হয়েছে। দক্ষিণ দিকে এলোমেলো করে রাখা হয়েছে বাসন-কোচন, হাড়ি-পাতিল। মেঝে স্যাঁতস্যাতে। নিহার বিন্দু চাকমা বাড়ীতে ছিলেন না। তার ছেলে সুমন চকামা খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীতে পড়ে। তার কাছে জানতে পারলাম সাতভাইয়া পাড়া ঘটনার আসল হোতা, ঘটনার আসল মদদদাতা মশ্যা কাশেম জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুমন চাকমাকে একবার পথে দেখা পেলে মশ্যা কাশেম তাকে ক্রোধভরা কটমট চোখে তাকিয়েছিলো বলে সে জানায়।

এরপর আমরা যাই ক্যাচিং মারমার কাছে। তখন তিনি তার স্ত্রী ও দুই পুত্র-কন্যাসহ "শীতখুন্দের" চাষবাস করে পাওয়া ধানের বস্তা সরাচ্ছিলেন বৃষ্টিতে ভিজে যাবার হাত থেকে সেগুলো রক্ষা করতে। তারা পুড়ে যাওয়া ঘরের পাশে একটি ছোটো কুড়ে ঘর তুলেছেন। আর পুড়ে যাওয়া ঘরের জায়গায় লাগিয়েছেন লালশাক, ঝিঙা, সীম ইত্যাদি।

কেমন আছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বছর আমরা ২

সাতভেইয়া পাড়ায় এখনো অনেকে ঘর তুলতে পারেননি। ছবি: মিঠুন

কানি শীত মওসুমের ধান চাষ করেছি। পানির অভাব। ২কানি (৮০ শতক) থেকে মাত্র ২০ আড়ি মকন ধান পেয়েছি। সরকার যে সাহায্য দিয়েছে তা খুবই সামান্য। এই বর্ষা বাদলের দিনে ঘর তুলতে পারিনি। যা তুলেছি তাতে বৃষ্টি আসলেই ভিজে যাই।

ক্যাচিং মারমার স্ত্রী উক্রা মারমা জানালেন, "মঙ্গলবার দিন ঘটনা ঘটে, পরদিন সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি পরিবারকে ৫০০/১০০০ টাকা দেয়া হয়। সাথে ২টি শাড়ী। তিনি বললেন, আমি বলি-আমরা মারমারা শাড়ী পরি না, থামি পড়ি। তারপরও তারা এই শাড়ীগুলো গুছিয়ে দিয়ে যায়। আমি সেগুলো পরিনি।" তার কাছ থেকে জানা গেল তাদের কাছের টিলায় যে ১১ পরিবারের ঘর পুড়ে গিয়েছে তাদের মধ্যে ৪/৫ পরিবার এখনো তাদের পূর্ব আবাসে ফিরে যায়নি। সেটলারদের ভয়ে তারা ঘর না তুলে অন্যের বাড়ীতে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছে। তারা হলেন, কাজ্জী মারমা, আক্রুমং মারমা, জসিম মারমার পরিবার। লাজেচাই মারমা ঘর তুলেছেন অংপ্রো মারমার জায়গায়। ঘর পুড়ে যাবার পর ক্রিপ্রু মারমার পরিবার বর্তমানে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হরিনাথ পাড়ায় বাস করছে।

আমরা সেখান থেকে হেঁটে চলে যাই আরেকটি জায়গায়। সেখানে মোট ২৬ পরিবারের ঘর এক সাথে পুড়ে গেছে। সেখানে ক্রিওমং মারমা (৪৫)-এর সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হলো। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আমরা দিন মজুরি করে চলি। ঘর পুড়ে যাবার পর খুব কষ্টে আছি। ভয়ে ভয়ে থাকি। ঘর তুলতে পারছি না। বাঁশের দাম খুব বেশি। একটি বাঁশের দাম ৫০/৬০ টাকা। সরকার যে টাকা দিয়েছে তাও খুব অল্প। কোনো এনজিও সহযোগিতার জন্য আসেনি।" (উল্লেখ্য, পত্রিকায় ইউএনডিপি সহ ইত্যাদি এনজিও'র বিরুদ্ধে পাহাড়ি স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নেয়ার অভিযোগে সরকার এনজিওগুলোকে পুড়ে যাওয়া গ্রামের পুনর্বাসন সহযোগিতা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানা যায়)।

সেখানে দেখলাম একটা লম্বা টিনশেডের ঘর বানানো হয়েছে এবং ৪ পরিবার গাদাগাদি করে বাস করছে। পূর্বের পোড়া ভিটায় তারা এখনো যায়নি ভয়ের কারণে। তারা বর্তমানে কংক্য মারমার জায়গায় ঘর তুলেছেন। এই ৪ পরিবার হলো-ক্যজ মারমা, মংক্র মারমা, উগ্যজাই মারমা ও চোওজ্ঞা মারমা। এছাড়া কংচাই মারমাও এখনো তার ভিটায় ঘর তুলেনি। অন্য জনের বাড়ীতে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক রেবতী চাকমা তার পাকা ঘর পুড়ে যাবার পর আর সেখানে আসেননি। পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে তার বাড়ির ভিটাটি। বর্তমানে তিনি পানখাইয়া পাড়ায় ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করছেন। ইউপি মেম্বার কংচাই মারমাও ঘর পুড়ে যাবার পর ক'মাস ভাড়া বাসায় কাটিয়েছেন। সম্প্রতি মাত্র তিনি নিজের জায়গায় ফিরেছেন। ■

মানিকছড়ি হামলা: গণতান্ত্রিক

৪র্থ পাতার পর

দিয়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে ঘটনার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে "সড়ক অবরোধের সমর্থনে মিছিলকারীরা টায়ার জ্বালানোর চেষ্টা করলে ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় বাঙালিরা তাদের ওপর হামলা চালায়, দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সাংবাদিক আহত হয়।" বেশির ভাগ টিভি চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকায় এটিই ঘটনার কারণ বলে উল্লেখ করে খবর প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এটিই হচ্ছে আসলে মতলববাজির প্রচারণা, সত্য-মিথ্যের জগাখিচুড়ি পাকিয়ে মানুষকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করাই এর আসল উদ্দেশ্য। দালাল চামচারা সচেতনভাবে আবার অনেকে ঘটনার গুরুত্ব না বুঝে সরকারি প্রচারণার সাথে গলা মিলিয়ে প্রচার চালায় এবং জনগণের ক্ষতি সাধন করে থাকে।

অবরোধ-ধর্মঘটের দিন টায়ার পোড়ানো স্বাভাবিক ও অতি সাধারণ ঘটনা। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্রই যেখানে যারা অবরোধ-ধর্মঘটের ডাক দেয়, সেখানে অবরোধ আহ্বানকারী সংগঠনের কর্মীরা টায়ার পুড়িয়ে থাকে। পোস্টার-দেয়াল লিখনের মত এটাও অনেকটা কর্মসূচি জানান দেয়ার মত। টায়ার পোড়ানোর কারণে কোথাও কারোর ক্ষিপ্ত হবার কথা এ যাবত শোনা যায় নি। টায়ার পোড়ানোর চেষ্টা যদি আইনী দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে কর্তব্যরত পুলিশই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার বৈধ সংস্থা। কিন্তু মানিকছড়ি ঘটনায় দেখা গেল বিপরীত কাণ্ড, যা কোথাও অপরাধ বলে গণ্য হয় না সেই নির্দোষ টায়ার পোড়ানোর চেষ্টাকেই হামলার ইস্যু করল দুর্বৃত্তরা। ঐ একই স্থানে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি টায়ার পোড়ালে কি তাতে তারা ক্ষিপ্ত হত কিংবা হামলা চালানোর সাহস পেত? কর্তব্যরত সেনা-পুলিশ রইল নিষ্ক্রিয় আর নির্দোষ টায়ার পোড়ানোর চেষ্টায় ঐ কথিত "স্থানীয় বাঙালিরা ক্ষিপ্ত হয়ে" শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা চালিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতা-কর্মী ও সাংবাদিকদের জখম করেছে—এ গল্প বাজারে চালিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি হয়ত সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাতে আর যাই হোক সেনা-প্রশাসনের দুষ্কৃতি ঢাকা পড়বে না।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, মিছিল ছিল পুরোপুরিই শান্তিপূর্ণ। কারো দোকানপাট-বাড়িঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে নি মিছিলকারীরা, বসতবাড়িতে আগুন লাগানো তো দূরের কথা। নিজেদের ঘোষিত কর্মসূচি তুলে ধরার লক্ষ্যে টায়ার পোড়ানোর চেষ্টা করলে "স্থানীয় বাঙালিদের ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা করার" কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? টায়ারটি সাথে নিয়েছিল মিছিলকারীরা, কোন দোকান বা প্রতিষ্ঠান থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেয় নি। উগ্র সাম্প্রদায়িক যুবদলের সভাপতি ছগির আহম্মদ ও তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলনের হোতা আবু বকর সিদ্দিক (যাদের সাথে সেনা গোয়েন্দা সংস্থার যোগসাজশ রয়েছে) নিকটস্থ ফার্নিচার্স দোকানের কিছু বহিরাগত শ্রমিক-সেটলার জুটিয়ে হামলা পরিচালনা করেছে। টায়ার পোড়ানো ও যানবাহন-এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ রাস্তায় তারা গাড়ি নিয়ে বের হয় নি, আটকাও পড়ে নি। তারাই পরিকল্পনামত গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে গিয়েছিল।

যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেয়া হয় যে, তারা টায়ার পোড়ানো পছন্দ করে নি বা ক্ষিপ্তও হয়েছে। তাহলেও এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, শতাধিক মিছিলকারীর বিরুদ্ধে নিছক ক্ষিপ্ত হয়ে ৩০/৪০ জন হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখাতে পারে, হামলাকারীরা কি এতই বোকা? বুঝতে বাকী থাকে না, "ক্ষিপ্ত" হয়েছে আসলে সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। সাধারণ লোকজনকে বিভ্রান্ত করতেই তারা "স্থানীয় বাঙালিদের ক্ষিপ্ত হবার" গল্প বানিয়েছে। সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীটি ষড়যন্ত্র করে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠীকে লেলিয়ে দিয়েছে, সাজেকে সেনা গুলিতে বুদ্ধপুদিসহ ৪ জনের প্রাণহানিতে সেনাবাহিনী বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল বলে তারা এ পুরানো ঘৃণ্য খেলা খেলেছে। কল্পনা অপহরণকারীর বিচার দাবি তাদের লেজে পা পড়ার মত হয়েছিল, এ হামলা তারই প্রতিক্রিয়া। দা-লাঠিসোটাধারী হামলাকারীরা সংখ্যায় কম হলেও তাদের আসল শক্তি হচ্ছে কর্তব্যরত সেনা জওয়ানরাই। তাদের জোরেই মিছিলকারী ও সাংবাদিকদের হামলা করে জখম করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে। মা'জনপাড়ায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে মিছিলকারীদের ধাওয়া করলেও প্রথম দিকে হামলাকারীরা পাড়ায় ঢুকতে পারে নি। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার সাহস করে নি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিন পিক-আপ ভর্তি সেনা জওয়ান শাপলাচত্বরে পৌঁছার পরই "সেনাবাহিনী ভাইদের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম!" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মাতম করে তুলে হামলাকারীরা দ্বিগুণ সাহস শক্তি নিয়ে মা'জনপাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল। সংঘর্ষের চিত্র ধারণকালে সাংবাদিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিডিও ক্যামরা ভাঙচুর আর টিভি সাংবাদিকদের মারধর-গুরুতর জখম করেছিল। কর্তব্যরত পুলিশ কেন গুলি চালিয়ে পাহাড়িদের হত্যা করে নি ঐ "অপরাধে" পুলিশের এক এসআইকে পিটিয়ে পঙ্গু বানিয়েছিল সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী, এর প্রতিকার চেয়ে পুলিশের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর স্মারকলিপিও দিয়েছে। ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

খাগড়াছড়িতে সহিংস হামলার এত দিন পরও তদন্ত কমিটি গঠন আর অপরাধীদের সাজা না হবার কারণে রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে দ্বিতীয় বার মিছিলে হামলা ও সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।

লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে, ১২ জুন মানিকছড়ি ঘটনায় হামলাকারীদের নাম-পরিচিতি প্রকাশ না করে, "স্থানীয় বাঙালি" আখ্যায়িত করে প্রশাসন এবং একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে। এ হচ্ছে, উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠী, বহিরাগত সেটলার ও পুরাতনবস্তী বাঙালিদের গুলিয়ে ফেলে ঘটনার সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার ঘৃণ্য প্রয়াস।

স্থানীয় বাঙালিদের সাথে হিল উইমেন্স ফেডারেশন বা পাহাড়িদের দ্বন্দ্ব নেই। সেটলাররা ভূমি বেদখল করলেও তাদের প্রতিও পোষণ করছে মৈত্রীভাব। সেটলারদেরও সমতলে তাদের আদি নিবাসে জীবিকার নিশ্চয়তাসহ সম্মানজনক পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছে তারা। ১২ জুনের অবরোধ কর্মসূচি স্থানীয় বাঙালি বা সেটলার কারোর বিরুদ্ধেও ছিল না। কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও চিহ্নিত অপহরণকারীর বিচার দাবি করেছিল তারা, এ গণতান্ত্রিক দাবির সাথে দেশের গণতান্ত্রিক সংগঠন ও বিবেকবান মানুষ সবাই একাত্ম। কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও চিহ্নিত অপহরণকারীর বিচার চাইতে গেলে কেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে? শক্তিশালী গোষ্ঠীর ইন্ধন না থাকলে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পক্ষে গণ্ডগোল বাধানো সম্ভব নয়।

খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে পর পর দু'বার হামলা সবার সামনে বেশ কিছু বিষয় উন্মোচন করে দেয়। সেনা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী নিজেদের ভাড়াটে রিপোর্টার ছাড়া পেশাদার সাংবাদিকদের বরদাস্ত করবে না, তা তারা খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, ভিডিও ক্যামরা-ল্যাপটপ ভাঙচুর করে বুঝিয়ে দিয়েছে। যে সব রিপোর্টার কল্পনা অপহরণকে 'অন্তর্ধান' আখ্যায়িত করবে কিংবা ত্রিপুরা রাজ্যের গণ্ডগ্রামে তার সন্ধান পাবে--তারাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংবাদিকতা করতে পারবে। এমনকি ঘুরতে পারবে হেলিকপ্টারেও। যারা হুমায়ুন কবীরের মত ইউএনও-কাম-সংঘর্ষ সংবাদদাতা তাদের "ঘটনা স্থলের রিপোর্টই" গুরুত্বের সাথে বারে বারে টিভি পর্দায় প্রদর্শিত হবে। আর যারা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী তাদের নীতি থেকে বিচ্যুত করতে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির মানিকছড়ির হামলা হচ্ছে সতর্ক সংকেত। ২৩ ফেব্রুয়ারির পর লক্ষণীয়ভাবে খাগড়াছড়ি থেকে সংবাদ প্রেরণের ধরন ও সুর বদলে গিয়েছিল। এটি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও ঘটবে। ফেনীতে সাংবাদিক টিপুর অবস্থা লোকে ভুলে যায় নি। সরকার-প্রশাসনের কাছ থেকে হামলাকারীরা আস্কারা পায় বলেই এসব বারে বারে ঘটছে।

১৪ জুন ২০১০

চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনে আন্দোলন জোরদার করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ২০ মে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে সকাল ১১:৩০ টায় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট-এর হলরুমে এক ছাত্র জমায়েত ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ-সভাপতি শিপু চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক সুব্রত ত্রিপুরা। অনুষ্ঠান শেষে র‍্যালী বের করার কথা থাকলেও প্রশাসনের বাধার কারণে করা সম্ভব হয়নি।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৮৯ সালের লংদু গণহত্যার রক্তবীজ থেকে জন্ম নেয়া পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিভিন্ন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজ ২১ বছর পূর্তি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের বেঁচে থাকার প্রকৃত অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায় না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ আন্দোলন চালিয়ে নেয়া হবে বলে বক্তারা দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাসক-শোষক গোষ্ঠি সুকৌশলী হয়ে নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে খাগড়াছড়িতে সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রেখে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় বাধা দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন এবং অবিলম্বে খাগড়াছড়িতে সভা-সমাবেশের উপর থেকে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

বক্তারা ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, জাতির যে কোন সংকটময় মুহূর্তে ছাত্র সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের ছাত্র সমাজকে আন্দোলন-বিমুখ অথর্ব, পঙ্গু করে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। একদিকে মদ, গাঁজা, হেরোইন জাতীয় প্রাণঘাতি মাদক ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে অপরদিকে অপসংস্কৃতির বিষ ছড়িয়ে দিয়ে ছাত্র তরুণ সমাজের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা ও বিপ্লবী আদর্শকে ভোঁতা করে দেয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করার জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণ বন্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেটলার বাঙালিদের সমতলে সম্মানজনক পুনর্বাসন, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি নামা মেনে নেয়ার জোর দাবি জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নিয়ে ইউপিডিএফ-এর সাথে আলোচনায় বসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মাটিরাঙ্গা (গুইমারা)

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল ১১টায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারার রামেসু বাজারে এক বিশাল ছাত্র গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এডিং মারমা। বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক আঞ্জু মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধরণ সম্পাদক আঞ্জুসি মারমা ও মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার সদস্য অংকন চাকমা । স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রামগড় কলেজ শাখার সদস্য এডিসন চাকমা। অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ ঘটে। সমাবেশ শেষে রামেসু বাজার থেকে মিছিল বের হয়ে গুইমারা বাজারে ঢুকতে চাইলে পুলিশ বাধা প্রদান করে। ফলে মিছিলটি টাউন হল ঘুরে আবার রামেসু বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

পানছড়ি

পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি চন্দ্রদেব চাকমার সভাপতিত্বে পানছড়িতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অর্পন চাকমা, সহ সভাপতি দীপন জ্যোতি চাকমা, পানছড়ি বাজার স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ক জ্ঞান প্রসাদ চাকমা, চেঙ্গী ইউনিয়নের মেম্বার অনিল চাকমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী কালাচান চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হরিকমল ত্রিপুরা। এতে ৮শ'র অধিক ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ঘটে।

দিঘীনালা

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিঘীনালায় শান্তিপুর স্কুল মাঠে দিঘীনালা থানা শাখার উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি আলো জীবন চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রজিত চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ৪নং ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি রবিলাল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সহ সভাপতি সর্বানন্দ চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সদস্য দেবজীৎ চাকমা এবং উপস্থাপনা করেন পিসিপি সদস্য জীবন চাকমা।

মহালছড়ি

সকাল ১০টায় মহালছড়ি থলি পাড়া মাঠে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের বাধার কারণে নির্ধারিত স্থানে সমাবেশ করা সম্ভব হয়নি। দুপুর ১টায় নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে সিঙ্গিনালা মাঠে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি বিপর্ষি চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুবীর চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য শিমন চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর মহালছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক দুনয়ন চাকমা।

কাউখালি

"পিসিপির সংগ্রামী ঐতিহ্য উর্ধ্বে তুলে ধরুন, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশ নিন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাউখালি থানা শাখার উদ্যোগে এক র‍্যালি ও ছাত্র সমাবেশ শুক্রসেন চাকমার ভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা পুলক চাকমা, পিসিপির সকেন্দ্রীয় সদস্য কনু চাকমা, সদস্য বিজাসু চাকমা, উৎপল চাকমা ও সুবল মারমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পিসিপির ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনার সংগ্রামকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। তারা ২০০৯ সালের শিক্ষানীতিকে বৈষম্যমূলক ও অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে অবিলম্বে গঠনমূলক শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবি জানান। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাইমারী লেভেল পর্যন্ত শিক্ষা চালু করার দাবি জানান তারা।

রিপোর্ট: নিরন চাকমা ও সঞ্জয় চৌধুরী, সদস্য কাউখালি থানা শাখা, পিসিপি।

পোর্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের

১ম পাতার পর

অনুমতি ছাড়া তারা কোন কিছুই করতে পারবেন না, এমনকি বিতর্কিত জমিও পরিদর্শন করার ক্ষমতা তাদের নেই। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার যে পদ্ধতি তাও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। কমিশনের চেয়ারম্যান যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফলে কমিশনের বাকি সদস্যদের থাকা না থাকার কোন মানে হয় না। চেয়ারম্যানসহ কমিশনের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। ধরা যাক, কোন একটি বিতর্কিত জমির মালিকানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেখানে বাদি হলেন 'ক', বিবাদী 'খ'। বাদী-বিবাদী ও সাক্ষীগণের বক্তব্য শুনে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করে কমিশনের ৪ সদস্য এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে উক্ত বিতর্কিত জমির মালিকানা বাদি 'ক' এর প্রাপ্য। অপরদিকে, কমিশনের চেয়ারম্যানের মত হলো ঠিক তার বিপরীত। এই অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না বিধায় উক্ত চার সদস্যের মতামত গ্রাহ্য হবে না। চেয়ারম্যানের একক মতই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে বলবৎ হবে। এটাই হলো ভূমি কমিশন আইনের মূল কথা এবং মৌলিক দুর্বলতা। এ রকম অগণতান্ত্রিক আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে আরও বেশী জটিল করে তুলবে সে ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয়।

এছাড়া বর্তমান কমিশন আইন বলবৎ হওয়ার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'প্রচলিত আইন, ঐতিহ্য, বিধি ও প্রজ্ঞাপন" বলতে কি বোঝানো হয়েছে তাও সুস্পষ্ট করা হয়নি। এই অস্পষ্টতা বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

কমিশন আইনের এই দুর্বলতার সাথে যোগ হয়েছে কমিশন চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামের বিতর্কিত ভূমিকা। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে তাকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। শুরুতেই তিনি কমিশনের কাজে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। দায়িত্ব নেয়ার পর পরই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে এক তরফাভাবে ভূমি জরিপের ঘোষণা দেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ লিখছে, "ভূমি কমিশন কি ধরনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করবে সেটি এখনো পরিষ্কার নয় অনেকের কাছেই। কারণ বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেবার (পর পরই) বলেছিল ভূমি জরিপ ছাড়া ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। এখন আবার তারাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি জমা বিষয়ক বিরোধ এবং জায়গা জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্তি দেয়ার ফলে বেদখল ও ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণে দরখাস্ত আহ্বান করছে।" [১ মে ২০১০]

১৪ মার্চ ২০১০ দরখাস্ত আহ্বান করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। কিন্তু তাতে সাড়া না পাওয়ায় দরখাস্ত জমা দেয়ার মেয়াদ আরও ৬০ দিন বাড়ানো হয়। দরখাস্তের আহ্বানে সাড়া জাগানোর জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান তিন পার্বত্য জেলায় গত মাসে সভা সমাবেশ ও র‍্যালী করে বেড়ান। তার কাজের স্টাইল সরকারের কোন মন্ত্রী এমপির মতোই। ১৩ মে রাঙ্গামাটিতে এক যৌথ সভায় তিনি বলেন, "কেউ বৈঠকে যোগ না দিলেও কমিশন বসে থাকবে না। পাহাড়ে ভূমি বিরোধের নিষ্পত্তি হবেই। এ জন্য আগে জরিপ কাজ করতে হবে। অচিরেই পাহাড়ে ভূমি জরিপ শুরু হবে।" [সুপ্রভাত বাংলাদেশ, ১৪ মে সংখ্যা] এর আগে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খাগড়াছড়িতে ভূমি কমিশনের তৃতীয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন ১৫ অক্টোবর থেকে ভূমি জরিপ শুরু করা হবে।

ভূমি কমিশন আইনের দুর্বলতা সত্ত্বেও কমিশন চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামের যদি সত্যিকার অর্থে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ইচ্ছা থাকতো তাহলে তিনি উক্ত আইনের ৬(গ) ধারা বলে ১৯৮০ দশকের প্রথম ভাগে স্বৈরাচার এরশাদের আমলে আইন বহির্ভূতভাবে দেয়া সকল ভূমি বন্দোবস্তী বাতিল করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আসলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সরকার এমনভাবে কমিশন আইন তৈরি করেছে যাতে কমিশনের কার্যক্রমে জটিলতা ও অচলাবস্থা সবসময় জিইয়ে থাকে এবং কোন সময় পাহাড়িরা তাদের বেদখল হওয়া জমি ফিরে না পায়।

জেএসএস সন্তু গ্রুপের ভূমিকা

এ প্রসঙ্গে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের ভূমিকা কি সে সম্পর্কেও আলোচনা হওয়া দরকার। জেএসএস ভূমি আইনের বিরোধীতা করছে ও ২৩টি সংশোধীন প্রস্তাব দিয়েছে, যা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কি কারণে তাদের এই বিরোধীতা তা তারা জনগণকে কখনো বলেনি। মুখে তারা হরহামেশা আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে, অথচ বাস্তবে আন্দোলন গড়ে তোলার কোন নাম গন্ধ নেই। আন্দোলনের কোন কর্মসূচী নেই। বরং যা করছে তা তার উল্টো, অর্থাৎ যাতে আন্দোলন গড়ে না উঠে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। অথচ ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সেই ২০০০ সালে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যেতে জেএসএস-কে বার বার তাগাদা দিয়ে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্তু লারমা কেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ না করে সংঘাতকে জিইয়ে রেখেছেন তার কোন ব্যাখ্যা তিনি আজ পর্যন্ত হাজির করেননি। যতদূর জানা যায়, তিনি ভূমি কমিশনের কেবল একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে তার দল বলছে যে, পার্বত্য চুক্তির সাথে ভূমি কমিশন আইনের ১৯টি বিরোধাত্মক বিষয় রয়েছে।

দুর্বলতা চুক্তিতে

ভূমি কমিশনকে নিয়ে বর্তমানে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তার জন্য দায়ি পার্বত্য চুক্তি। কারণ ভূমিসহ বেশ কিছু বিষয়ে চুক্তিতে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি চুক্তিতে দেয়া হয়নি। কেবল বলা হয়েছে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি" করা হবে। স্বৈরাচার এরশাদের আমলে যে হাজার হাজার কবুলিয়তের মাধ্যমে বেআইনীভাবে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ভূমির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত সেটলার পুনর্বাসন। বেআইনীভাবে পুনর্বাসিত এই সব সেটলারদেরকে অন্যত্র না সরিয়ে পাহাড়িরা কখনোই তাদের জমি ফিরে পাওয়ার আশা করতে পারে না।

মূল কথা: আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই

যেভাবে ভূমি কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে ও যেভাবে খাদেমুল ইসলামের ভূমি কমিশন কাজ করছে তাতে জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়া ও জমি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। মূল সমস্যা হলো সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সরকার ভূমি কমিশনের মাধ্যমে অবৈধভাবে পুনর্বাসিত সেটলারদের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে তাদের করণীয় ঠিক করতে হবে এবং তা করতে হবে অতি দ্রুত। এই কমিশনের ওপর কোনভাবেই আস্থা স্থাপন করা উচিত হবে না। আন্দোলন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। প্রথাগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সেই মোতাবেক আইন প্রণয়ন করা না হলে বেদখল হওয়া জমি ফিরে পাওয়া যাবে না। ■

সাজেক-গঙ্গারাম এলাকা দখলের

৮ম পাতার পর

ওঠেছিলো। গঙ্গারাম এলাকায় এর পূর্বে আর্মিরা যাকে মনে হয় তাকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যেতো, নির্যাতন করতো তারপর মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিতো। কিন্তু গত ২০০৯ এর ২৬ ডিসেম্বর সাজেক নারী সমাজ গঠনের পর নারীরা এ হয়রানীর প্রতিবাদে সোচ্চার হতে শুরু করে।

অম্পিকা বলেন, নির্যাতিত হতে হতে আমরা এতো অতিষ্ট হয়েছি যে পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। এর পূর্বেও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে জনগণ বাঘাইহাট বাজার ১১মাস ধরে বয়কট করেছিল। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিলে আমরা বাজার বয়কট প্রত্যাহার করি। কিন্তু বাজার খুলে দেবার পর আবার নতুনভাবে নির্যাতন চলতে থাকলে আমরা আবার বাজার বয়কটের ঘোষণা দিই। এবার আমরা দাবি জানিয়েছি-বাঘাইহাট সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নিতে হবে, সেনা হয়রানী বন্ধ করতে হবে, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, সেটলারদের প্রত্যাহার করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বাজার বয়কট চলবে।

বাজার বয়কটের পর পর আবার নতুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে। সাধারণ চাষবাসকারী জুমের-জমির ফসল বিক্রেতাদের নানাভাবে হয়রানী শুরু হয়েছে। বাঘাইহাট বাজার কমিটি ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছে-পূর্বে যে মালের বস্তা থেকে ৫/১০টাকা নেয়া হতো এখন সে বস্তা থেকে নেয়া হচ্ছে ৪০/৫০টাকা। ট্যাক্সের জন্য রশিদ দেয়া হয় না। এছাড়া মাঝখানে আর্মি ক্যাম্পের সামনেই প্রতি বস্তা থেকেই বাঙালি ছাত্র পরিষদের নামে ৫০/১০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়েছিল।

বাঘাইহাট বাজারে গেলেই গাড়ী বদল করতে হয়। এতে যারা বেশি বাজার/জিনিসপত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় তাদের কুলির খরচ হিসেবে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিকভাবে জনগণ হয়রানী হচ্ছে।

সম্প্রতি ঝড়-বৃষ্টির সাথে দমকা বাতাস শুরু হলে একটি বড় চামিনী গাছের ডালপালা ভেঙে যায়। চামিনী গাছটি দ্বারা ঘরবাড়ি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে তার জন্য গাছটি কাটা হয়। গত ২৯ তারিখ ফরেস্ট কর্মীরা এসে পুলিশ সহ গাছটি নিয়ে যায়।

অম্পিকা বলেন, "আমরা খুবই ভয়ের মধ্যে আছি। হয়তো আমাদের বন মামলা প্রদান করা হবে। সেটলাররা এমনকি আর্মিরা সপ্তাহে ২/১দিন ট্রলীতে করে গাছ কেটে নিয়ে যায়। কিন্তু সেদিকে ফরেস্ট অফিস নজর দেয় না। অথচ একটি গাছ কাটার কারণে পুলিশ আসে, মামলা হয়।"

বর্তমানে গঙ্গারাম সাজেকে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই স্কুলে যেতে পারছে না। গত ২০০১ সালে গঙ্গারাম মুখ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ২০০৬ সাল থেকে হামলা, নির্যাতনের ফলে সে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুলে ৫০/৬০ জন শিক্ষার্থী ছিলো।

উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত ইউনিসেফ পাড়া কেন্দ্র স্কুলটিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। এ স্কুলে ৪০ জন শিক্ষার্থী ছিলো। বাঘাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গঙ্গারাম থেকে ৬০/৭০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ এখনো এ স্কুলে যেতে পারে না। স্কুলটি সেটলার অধ্যুষিত এলাকায় হওয়ায় অনেকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পায়। হামলার তিন/চার মাস পরও সাজেক এলাকায় এখনো অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে।

[প্রতিবেদনকারীরা হলেন : এপি, বিভীষণ, জুয়েল, সমাপ্তি, অতীশ, বিকর্ষণ, শ্যামল, মিতুল, অর্পন ত্রিপুরা, ভুবন, নরেশ, জিকো, এলিন, দিদাং।]

রাঙামাটিতে অবরোধ চলাকালে হামলা: আহত ১৮

১ম পাতার পর

কোন রকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। রাঙামাটি প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুনীল কান্তি দে, রাঙামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সুশীল প্রসাদ চাকমা ও দৈনিক গিরিদর্পন সম্পাদক সাংবাদিকদের ওপর ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তিসহ সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দাবি জানান।" (দৈনিক পূর্বকোণ)।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক কনিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমা ও ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক শান্তিদেব চাকমা এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা ও হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে এইচডব্লিউএফ এর সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ১৩ জুন বাদী হয়ে ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

আহত

হামলায় আরো যারা আহত হন: নান্যাচরের কৃষ্ণমাছড়া গ্রামের মিতা চাকমা (স্বামী: অমর কান্তি চাকমা), হিল উইমেন্স ফেডারেশন বাঘাইছড়ি থানা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক শর্মিলা চাকমা, লক্ষিছড়ি থানা শাখার সদস্য রিমি চাকমা, রাঙামাটি শাখার সদস্য স্বর্ণলতা চাকমা (২০, খিলাছড়ি), কালোদেবী চাকমা (৪৫, কেরেতছড়ি, স্বামী: চিত্ত রঞ্জন চাকমা) শুরিমিলা চাকমা (আটার মাইল, স্বামী শুভ শান্তি চাকমা, সোহাগী চাকমা (২২, বেতছড়ি, পিতার নাম মুরতী রঞ্জন চাকমা), রিকু চাকমা, সভাপতি, এইচডব্লিউএফ খাগড়াছড়ি জেলা শাখা, বিনয় চাকমা (২০, যুব ফোরাম), শাকিল চাকমা (যুব ফোরাম, কুতুকছড়ি) ও জীবন চাকমা (২৩, হাজাছড়ি, বিলাইছড়ি, পিতার নাম হৃদয় মোহন চাকমা)।

মাকিছড়িতে উক্ত হামলার ঘটনা ছাড়া, অন্যত্র শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ পালিত হয়েছে। জেলার নান্যাচর, জুরাছড়ি, সুভলং, বাঘাইছড়ি, কাউখালি, বেতবুনিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান ধর্মঘট হয়েছে। অবরোধের ফলে রাঙামাটি জেলা সদর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোন বাস ও লঞ্চ চলাচল করেনি। সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত অবরোধ চলে।

হামলাকারী

হামলাকারীদের আরো কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। এরা হলো সাপছড়ির আকসার (৪৩) পীং মৃত আবদুল করিম, মোঃ শহীদুল্লাহ (৪৫) পীং মৃত আব্দুল রশীদ, আলমগীর হোসেন (৩৬) পীং মমিন উদ্দীন হাওলাদার, শাহ আলম (৩৪), নূর মোহাম্মদ (৪৩) পীং মৃত আবদুল করিম, হাসান (৩২), গমুজ বাশার (৩৮) পীং আব্দুর রশীদ, মোঃ বারেক (৪৭) ও তার ছেলে মোঃ রাসেল, ফার্নিচার মিস্ত্রী মোঃ জানে আলম (২৬) ও খোকন (৩৬)।

সংবাদ সম্মেলন

রাঙামাটিতে কল্পনা চাকমার অপহরণ দিবস পালন করতে না দেয়ার প্রতিবাদ, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ১০ জুন কুতুকছড়িতে সংগঠনের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১১ জুন থানা সদরে বিক্ষোভ ও ১২ জুন রাঙামাটি জেলা ব্যাপী আধাবেলা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছিল।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও সাজেক নারী সমাজ এই কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান রাঙামাটি শহরে কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৪তম বার্ষিকী পালনের অনুমতি চেয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে গত ২৩ মে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়। তিনি মৌখিকভাবে অনুমতি দিলে কর্মসূচী সফল করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। গত ২ জুন অনুষ্ঠানের জন্য পৌরসভা মিলনায়তন ভাড়া করা হয়। মিলনায়তন কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি ছাড়া ভাড়া দিতে না চাইলে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল আলম মিলনায়তন কর্তৃপক্ষকে ফোন করে দেন। কিন্তু জেলা প্রশাসক যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ না দেখিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে সমাবেশ করা যাবে না বলে জানিয়ে ৯ জুন চিঠি দেন।

কণিকা দেওয়ান বলেন "ডিসির এই চিঠি আমরা আজ সকালে পেয়েছি এবং এতে বিস্মিত হয়েছি। তিনি সমাবেশের জন্য বিকল্প জায়গা দিতে পারতেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় তিনি সমাবেশ করতে দিচ্ছেন না। কিন্তু কি জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে তার কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। আমাদের কর্মসূচী হচ্ছে রীতি মাফিক যা ১২ জুন প্রত্যেক বছর পালন করা হয়।"

কণিকা দেওয়ান আরও বলেন, সমাবেশ করতে না দিয়ে তার সংগঠনের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। তিনি বলেন "জেলা প্রশাসক একটি বিশেষ মহলের ইন্ধনে আমাদের কর্মসূচী পালনে বাধা দিচ্ছেন। আমরা তার এই অগণতান্ত্রিক ও পক্ষপাতমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" তিনি উক্ত কর্মসূচী সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

রাঙ্গামাটিতে সাংবাদিকদের

১ম পাতার পর

রাঙ্গামাটিতে একদল বাঙ্গালী সাংবাদিকদের উপর বর্বরোচিত এ হামলা চালিয়েছে।

মানিকছড়ি এলাকার স্থানীয় বাঙ্গালীরা অবরোধকারীদের ধাওয়া করতে মানিকছড়ি এলাকায় জড়ো হয় এবং এক পর্যায়ে কর্তব্যরত অবস্থায় তিন জন সাংবাদিকদের উপর লাঠিসোটা দিয়ে হামলা করে। বাঙ্গালীরা লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে সাংবাদিকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। এ হামলায় এটিএন বাংলার স্থানীয় ক্যামরাম্যান মিল্টন বাহাদুর, দৈনিক আমারদেশ ও দিগন্ত টেলিভিশনের মোহাম্মদ সোলায়মান ও বাংলা ভিশন ও ভোরের কাগজ প্রতিনিধি নন্দন দেবনাথ গুরুতর আহত হয়। হামলাকারীরা বাংলা ভিশন ও দৈনিক ভোরের কাগজ প্রতিনিধি নন্দন দেবনাথের একটি ল্যাপটপ ও মোবাইল ভাঙচুর করে। আহত বাংলা ভিশন প্রতিনিধি নন্দন দেবনাথ ও দিগন্ত টেলিভিশনের মোহাম্মদ সোলায়মানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকী জনকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। সভায় বক্তারা দৈনিক আমারদেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের উপর নির্যাতনের ও প্রতিবাদ জনান। সভায় বক্তারা অবিলম্বে সাংবাদিকদের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। এদিকে রাঙামাটি স্থানীয় সাংবাদিকগণ সন্ধ্যায় এক প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। রাঙামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির কার্যালয়ে উক্ত সভায় তিনদিনের কর্মসুচী ঘোষনা করা হয়। সাংবাদিকদের উপর হামলায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা,তিনদিন ধরে কালো ব্যাজ ধারন, প্রধান মন্ত্রীর বরাবরে স্বারকলিপিসহ মানব বন্ধনের কর্মসুচী ঘোষনা করা হয়। খবর: বিজ্ঞপ্তি।

কাউখালিতে লংগুদু গণহত্যা

শেষ পাতার পর

চট্টগ্রামে ধারাবাহিকভাবে ১৯৯২ সালে লোগাং গণহত্যা, ১৯৯৩ নান্যাচার গণহত্যাসহ পাহাড়ি জনগণের উপর অসংখ্য সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। তারা বলেন, দেশের প্রত্যেকটি সরকার পাবত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে ধ্বংস করার নীলনকসা বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও একই নীতি গ্রহণ করেছে। বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘতিত সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান।

কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালনের অনুমতি না দেয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রাঙামাটি জেলা শহরে কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালনের অনুমতি না দেয়ার প্রতিবাদে ১১ জুন শুক্রবার হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে জেলার উপজেলা সদরসমূহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালনের অনুমতি না দেয়ার প্রতিবাদে বাঘাইছড়িতে ৩ শতাধিক নরনারী বিক্ষোভে অংশ নেয়। বিক্ষোভকারীদের সমাবেশে বক্তব্য দেন অপহৃত কল্পনা চাকমার জ্যাঠাতো বোন নিউ লাল্যাঘোনা গ্রামের সূচনা চাকমা ও সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জিতেন চাকমা।

জুরাছড়িতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জুরাছড়ি শাখার সভাপতি মহারঞ্জন চাকমা, পিসিপি জুরাছড়ি শাখার সভাপতি পিটু চাকমা ও ইউপিডিএফ সমর্থক পরেশ চাকমা।

সুবলং-এ অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইউপিডিএফ নেতা চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা ও প্রজ্ঞাঙ্কুর চাকমা।

নান্যাচরে সকালে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কর্মিরা বিক্ষোভ মিছিল করতে চাইলে সেনাবাহিনী বাধা দেয়। পরে সিভিল প্রশাসনের হস্তক্ষেপে উক্ত বাধা অপসারিত হয়। এইচডব্লিউএফ রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি যুথিকা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা, নান্যাচর কলেজ শাখার সভাপতি বিনয়ন চাকমা ও থানা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা। তিন সংগঠনের চার শতাধিক নেতা কর্মি এতে অংশ নেন।

কাউখালিতেও একই দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন এইচডব্লিউএফ রাঙামাটি জেলা শাখার সদস্য সচিব সাধনা চাকমা। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেত্রী মাদ্রী চাকমা, ইউপিডিএফ নেতা পুলক চাকমা ও রনি মারমা।

চট্টগ্রাম

কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও অপহরণকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ১১ জুন সকালে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম যৌথভাবে এর আয়োজন করে। সমাবেশে ঘটনার ১৪ বছর পরও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং দেরী না করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি তুলে ধরা হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা অর্পন চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের শাস্তি না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে খাগড়াছড়িতে কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালিত

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে খাগড়াছড়ি শহরে ১২ জুন কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস উপলক্ষে মিছিল বের করা হয়। খবংপুজ্যার কাছে কাসেম স' মিল থেকে মিছিল শুরু হলে পুলিশ ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। এ সময় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তবে পুলিশ বাধা দেয়ার কোন কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়।

পরে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শতাধিক নেতাকর্মি মিছিলের দিক পরিবর্তন করে খবংপুজ্যা হয়ে স্বনির্ভর বাজারে যায়। এরপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক রিনা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা রেন্টিনা চাকমা।

তারা মিছিলে পুলিশের বাধাকে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর তীব্র নিন্দা জানান।

তারা দেরী না করে কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

সাজেক-গঙ্গারাম এলাকা দখলের চক্রান্ত এখনো চলছে

২ জুন ২০১০

গঙ্গারাম-সাজেক এলাকা গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি আক্রমণের শিকার হয়। সেনা-সেটলার যৌথ হামলায় এ এলাকার ১২টি গ্রামের ৪ শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। সেনাবাহিনীর চালানো নির্বিচার গুলিতে খুন হন ২ জন। আহত হন অনেকে। ঘটনার তিন মাস পর এই বৃষ্টি বাদলের দিনে সে এলাকার জনগণ কেমন আছে তা জানতে আমরা স্কুল-কলেজের ক'জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত এলাকায় ঘুরতে যাই। খাগড়াছড়ি থেকে জীপ গাড়ীতে করে বাঘাইহাট বাজারে পৌঁছলে আমাদের গাড়ী থামানো হয়। ড্রাইভার বললো আমাদের আরো অন্য গাড়ী ভাড়া করতে হবে। বাঘাইহাট থেকে গঙ্গারাম, মারিশ্যাসহ বিভিন্ন জায়গায় খাগড়াছড়ি এলাকার গাড়ী চালানো যায় না। বাঘাইহাট জীপ সমিতি'র গাড়ী ছাড়া অন্য গাড়ী চলাচল করতে দেয় না বাঘাইহাট জীপ সমিতি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা আরেকটি গাড়ী ভাড়া নিলাম। বাঘাইহাট থেকে গঙ্গারাম ১ কিলোমিটার দূরে। অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হলো ১৫০ টাকা। আমরা গঙ্গারাম-এর "উজো" বাজারে এসে নামলাম। উজো বাজার বসেছে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ঘটনার পর। 'উজো' শব্দটি চাকমা। এর অর্থ সামনে এগোও/অগ্রসর হও। বাজারে ১৫/১৬টি দোকান রয়েছে।

এলাকার মুরুব্বী হৃদয় রঞ্জন চাকমার কাছে জানতে চাইলাম এলাকার বর্তমান অবস্থা নিয়ে। তিনি জানালেন, "এখনো আমাদের জায়গা বেদখল করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র চলছে। আর্মিদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভালো ঠেকছে না। দু'একদিন পরপর তারা আসে। লোকজনকে নানাভাবে জেরা করে। রাতে থাকে। কারো কারো ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নাম কি? ঘর কোথায়? তোমরা তো বাঙালিদের জায়গায় আছো ইত্যাদি। ক'দিন আগে এ গ্রামের কার্বারী জ্যোতিলাল চাকমা'র কাছে এসে তারা জিজ্ঞেস করে গিয়েছে নতুন বসতি কারা কারা, পুরান বসতি কারা কারা, এখানে পরিবারের সংখ্যা কতো জন ইত্যাদি।"

গত ২৩ মে আর্মির জিওসি মিটিঙ ডাকেন। তিনি বলেন, তোমরা যে জায়গায় আছো সেগুলো রিজার্ভ ফরেস্টের জায়গা। সরকার উচ্ছেদ করলে চলে যেতে হবে। তখন

গঙ্গারামে ১৯ - ২০ ফেব্রুয়ারী হামলার পর স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা উজো বাজার

সাহস করে একজন উঠে বলেন, "এগুলো ফরেস্টের জায়গা আমরা জানি। কিন্তু এখানে শুধুই আমরা ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকায় আছি তা তো নয়। বাঘাইহাট বাজার এমনকি বাঘাইহাট আর্মি ক্যাম্পও রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকার মধ্যে পড়ে। আমাদের উচ্ছেদ করলে তো তাদের আগে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। আর আমরা এ জায়গায় থাকতেও চাই না। কিন্তু আমরা যে জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে এখানে এসেছি সে জায়গা আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমাদের লংগদু, গুলশাখালী বিল ফিরিয়ে দিন। দিঘিনালার মেরুং, কবাখালী, মাটিরাঙ্গার তাইন্দং, তবলছড়ির জায়গাগুলো ফেরৎ দিন। আমাদের সে সকল বাপদাদার ভিটামাটি তো এখন বাঙালীদের দখলে।"

এরপর আমরা সাজেক নারী সমাজ-এর আহ্বায়ক অম্পিকা চাকমার সাথে কথা বলি। তার কাছ থেকেই জানলাম ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ঘটনার ১ মাস পূর্ব থেকে গঙ্গারাম এলাকা ছিলো থমথমে। ২১ জানুয়ারি সর্বপ্রথম হামলার সূত্রপাত। সেদিন ইঁদুর বন্যার কারণে যে সকল পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ডক্চ থেকে সে সকল পরিবারকে বাঘাইহাট বাজারে চাল বরাদ্দ দেয়া হচ্ছিল। এ সময় সেখানে চাল সংগ্রহ করতে যারা এসেছিল তাদের কয়েকজনকে আর্মিরা আটক করে। এ সময় আটককৃতদের আত্মীয়রা আর্মিদের কাছে বিনা কারণে আটকের প্রতিবাদ জানায়। পরে প্রতিবাদের মুখে তাদের ছেড়ে দিতে আর্মিরা বাধ্য হয়। এ সমস্যা সকালে মীমাংসা হয়। কিন্তু বিকালের দিকে বাঘাইহাট থেকে ২টি গাড়ীতে করে আর্মি এসে রেতকাবা, গঙ্গারাম এলাকার নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধের উপর নির্বিচারে লাঠিসোটা দিয়ে পিটাতে থাকে। এতে সে এলাকার পুরুষরা পালিয়ে গেলেও নারীরা যখন অতিমাত্রায় নির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন গ্রামের নারীদের জড়ো করে এবং ২/১ ঘন্টার মধ্যে তারা একত্রিত হয়ে আর্মি গাড়ীতে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। নারীদের হামলার মুখে আর্মিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ সময় আর্মিদের সহযোগিতা করতে সেটলাররা যোগ দেয়। সেটলাররা আর্মিদের সহযোগিতা করতে আসলে বিভিন্ন এলাকার পাহাড়ি গ্রাম থেকে শত শত যুবক গঙ্গারাম এলাকায় জড়ো হয়ে এ হামলা প্রতিরোধ করতে আসে। এভাবে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও হামলার পূর্ব পর্যন্ত এলাকার জনগণ বীরত্বের সাথে সেটলার ও আর্মির হামলার দাঁতভাঙা জবাব দেয়।

অম্পিকা চাকমা বলেন, সাজেক নারী সমাজ গঠন করার পর থেকেই নারীরা জেগে ৭ম পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময় JPNK-এর বিক্ষোভ

ধীমান ত্রিপুরা,দক্ষিণ কোরিয়া থেকে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের সময় গত ১৬ মে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে প্রবাসী পাহাড়িদের সংগঠন Jumma Peoples Network-Korea. জাঙচুঙ জিমনেসিয়াম -- যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোরিয়ার শ্রমমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করার কথা -- থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে ডংগুক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবওয়ে স্টেশনে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক এর সদস্যরা ছাড়াও বুড্ডিস্ট সোলিডারিটি ফর রিফম (বিএসআর) ও কোরিয়া স্যোসালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরাও এতে অংশ নেন।

জেপিএনকে-এর পক্ষে ধীমান ত্রিপুরা ও কোরিয়ান সংগঠনের নেত্রী পার্ক সু ইয়ং ইংরেজী ও বাংলায় লেখা বক্তব্য পড়ে শোনান। এছাড়া জেপিএনকে-এর ধনবি চাকমা বক্তব্য রাখেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

বিক্ষোভকারীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার, ভূমি বেদখল বন্ধ, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন ও পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি তুলে ধরেন। এই সব দাবি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কোরিয়ান সরকারের প্রতি আহ্বান তারা। জেপিএনকে-এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি বাঘাইহাটে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার চিত্রও তুলে ধরা হয়।

কাউখালিতে লংগুদু গণহত্যা দিবস পালিত

সঞ্জয় মারমা, কাউখালি: পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কাউখালি থানা শাখার আহ্বায়ক শুক্রসেন চাকমার সভাপতিত্বে ৪ঠা মে লংগুদু গণহত্যা দিবস উপলক্ষে কাউখালি থানা সদর কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ নেতা পুলক চাকমা, চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ঝন্টু চাকমা ও স্কুল কমিটির সভাপতি শান্তি বিকাশ চাকমা। সভা পরিচালনা করেন ম্যাকলিন চাকমা।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে বর্বরোচিত লংগুদু গণহত্যা সংঘটিত হয়, যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাহাড়ি ছাত্র ছাত্র পরিষদ জন্ম লাভ করে। এই গণহত্যার বিচার না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও অনেক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে অবাধে পাথর উত্তোলন, পরিবেশ বিপন্ন

কাপি চাকমা: ৩ জুন ২০১০: খাগড়াছড়ি সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে গুগরাছড়ি বাজার। খাগড়াছড়ি টু রাঙামাটির মেইন রোডে এই বাজার অবস্থিত। গ্রামের আশে-পাশে লোকজন প্রতিদিন বিকাল ৪/৫টার সময় নিজেদের উৎপাদিত কাঁচামাল বিক্রি করতে এই বাজারে সমাগম হয়। চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায়। বাজারে বেশ লোক সমাগম হলেও এই বাজারের প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। সরকারের অবহেলার কারণে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন। অধিকাংশ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। অন্যদিকে বিজিতলা আর্মি ক্যাম্পের সামনে দিয়ে নুনছড়ি মৌজায় বামেছড়া নামক ছড়া থেকে দীর্ঘ ৬/৭ বছর ধরে অবাধে পাথর উত্তোলন করে জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আম্যা মারমা নামের এক ব্যবসায়ী। অসাধু ব্যবসায়ী আম্যা মারমা সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একচেটিয়া পাথরের ব্যবসা চালিয়ে গেলেও জনগণ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে সাহস করে না। সেনাবাহিনীর সাথে যোগ সাজশে আম্যা মারমা এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে অবাধে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে এবং উত্তোলিত পাথর স্তুপাকারে রাস্তার ধারে রাখা হয়েছে। সেখানে পাথর ভাঙার কাজও চলছে। সরকারীভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকলেও প্রশাসন এবং ফরেস্ট বিভাগ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বরং প্রশাসন এসব দেখেও না দেখার ভাণ করছে।

গুগরাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা মি. রিপ্রু মারমা (৫৫) ও মিসেস্ পাইথে মারমা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অবাধে পাথর উত্তোলনের কারণে মারাত্মকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সরকার পরিবেশ রক্ষার্থে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

এদিকে পাথর উত্তোলনের ফলে চৈত্র মাসের

অবৈধভাবে উত্তোলিত পাথরের স্তুপ

শেষ দিকে আশে-পাশের ছড়াগুলো শুকিয়ে যায়। যার ফলে গ্রামের লোকজন পড়ে যায় মহাবিপাকে। খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। তখন দূর-দূরান্ত থেকে পানি এনে পানির অভাব মিটাতে হয়। পাথর উত্তোলন বিষয়ে খাগড়াছড়ি জেলার ফরেস্ট বিভাগের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেও কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ-এর দুই সদস্য ও এক সমর্থক আটক

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর দুই সদস্য ও এক সমর্থককে আটক করেছে।

গত ৪ জুন ভোর রাতে সেনাবাহিনীর একটি দল বাল্যাছড়ির ২ নং রাবার বাগানে সুইজাই মারমার (৪৫, পীং আপ্রু মারমা) বাড়িতে হানা দেয়। সেনারা তাকে ও তার বাড়িতে ঘুমন্ত ইউপিডিএফ-এর দুই সদস্য চাথোয়াই মারমা (৩০) ও শীসান্ত ত্রিপুরাকে (২০) আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

চাথোয়াই মারমার বাড়ি রামগড়ে হাফছড়ি ইউনিয়নের ওয়াকছড়ি গ্রামে, অপরদিকে শীসান্ত ত্রিপুরার বাড়ি গুইমারা ইউনিয়নের অধীন কৃষ্ণ দয়াল কার্বারী পাড়া গ্রামে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন মামলা ছিল না। তবে ধারণা করা হচ্ছে শত্রুতা বশতঃ তাদেরকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ইউপিডিএফ আটককৃতদের মুক্তি দাবি করেছে।